দেশ

কাগজে-কলমে ৯৯% উধাও ৫,৬৭৫ কোটির প্রকল্প ব্যয়: Adani Green-এর এক হলফনামায় কী ভাবে ২২৫ কোটি টাকা হারাল?

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় Adani Green Energy-র ১,৫০০ মেগাওয়াট তারালি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের খরচ একটি মাত্র হলফনামার মাধ্যমে কাগজে-কলমে ৯৯ শতাংশ কমিয়ে ৫,৬৭৫ কোটি টাকা থেকে ৫৬.৭৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। এর জেরে সহ্যাদ্রি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পের জন্য দেয় বাধ্যতামূলক ৪ শতাংশ ফি ২২৭ কোটি টাকা থেকে এক ধাক্কায় নেমে এসেছে ২.২৭ কোটি টাকায়। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের তদন্তের নির্দেশের পর প্রকল্পস্থলে নির্মাণকাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

প্রকাশ: ২৮ নভেম্বর ২০২৬, দুপুরীয়া ১:৩৯



(NewzNow Graphic)

একটি মাত্র নোটারাইজড হলফনামায় **৫,৬৭৫ কোটি টাকার** বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যয় কী ভাবে কাগজে-কলমে **৯৯ শতাংশ কমে** মাত্র **৫৬.৭৫ কোটি টাকা** হয়ে যেতে পারে?

দশমিকের এই অদ্ভুত অঙ্ক ঘিরেই এখন তোলপাড় শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রের বন দফতর থেকে নয়াদিল্লির পরিবেশ মন্ত্রক পর্যন্ত। *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* এবং *দ্য ওয়্যার*-এর প্রতিবেদনে উঠে আসা এই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে সাতারা

জেলার পাটন তালুকায় **আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেড (Adani Green Energy Ltd)-এর ১,৫০০ মেগাওয়াট তারালি পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প (Tarali PSP)**। কেন্দ্রের তদন্ত নির্দেশ ও বন দফতরের পরস্পরবিরোধী বয়ানের মাঝেই শেষ পর্যন্ত প্রকল্পস্থলে কাজ বন্ধের নির্দেশ জারি করেছে মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

কী ভাবে ২২৭ কোটির ব্যাঘ্র সংরক্ষণ ফি নেমে এল ২.২৭ কোটিতে

তারালি বাঁধের জলাধারে নিভাডে, তন্ডোশী, কলম্বে এবং জালু—এই চার গ্রামের **১৫০.৭৪ হেক্টর** অ-বনাঞ্চল জমিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের প্রাথমিক ছাড়পত্র পেয়েছিল একটি বড় পরিবেশগত শর্তের বিনিময়ে:

- **আসল পাওনা ছিল ২২৭ কোটি টাকা:** গত **২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** মহারাষ্ট্র রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদ (SBWL) ১৫টি শর্ত আরোপ করে। তার অন্যতম ছিল—প্রকল্পের মোট খরচের **৪ শতাংশ অর্থ** জমা দিতে হবে **সহ্যাদ্রি ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পের (Sahyadri Tiger Reserve)** ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। ৫,৬৭৫ কোটি টাকা ব্যয় ধরলে সেই অঙ্ক দাঁড়ায় **২২৭ কোটি টাকা**।
- **৮ সেপ্টেম্বরের হলফনামা:** গত **৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬** আদানি গ্রিন এনার্জির চিফ অপারেটিং অফিসার (COO) **নরেশ তেলগু** মহারাষ্ট্রের প্রধান মুখ্য বনপাল (PCCF)-এর কাছে একটি নোটারাইজড হলফনামা জমা দেন। তাতে আগের খরচকে *“সদৃশ অনুমান” (analogous estimation)* বলে উল্লেখ করে প্রকল্পের ব্যয় মাত্র **৫৬.৭৫ কোটি টাকা** ধরার আর্জি জানানো হয়।
- **এক ধাক্কায় ২২৫ কোটি কমল ফি:** কাগজে-কলমে ব্যয় ৯৯ শতাংশ কমে যেতেই ৪ শতাংশ সংরক্ষণ ফি প্রায় **২২৫ কোটি টাকা কমে** নেমে আসে **২.২৭ কোটি টাকায়**। সংস্থাকে প্রথমে ১ শতাংশ অর্থাৎ **৫৬.৭৫ লক্ষ টাকা** জমা দিতে বলা হয়—যা তারা সহ্যাদ্রি টাইগার রিজার্ভের অ্যাকাউন্টে জমা দেয়—এবং বাকি ৩ শতাংশ (১.৭০৭৫ কোটি টাকা) জাতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ (NBWL)-এর ছাড়পত্রের পরে মেটানোর কথা বলা হয়।
- **কেন্দ্রীয় তদন্ত ও কাজ বন্ধের নির্দেশ:** প্রকল্পের ব্যয় ভুল ভাবে দেখানো হয়েছে বলে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর গত **৬ নভেম্বর** কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (**MoEFCC**) মহারাষ্ট্র বন দফতরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তদন্তের নির্দেশ দেয়—এরই মাঝে রাজ্যের বনমন্ত্রীর সঙ্গে সংস্থার আধিকারিকদের বৈঠকও হয়। ৫৬.৭৫ লক্ষ টাকা জমা নেওয়ার পরেও বন দফতরের শীর্ষ বন্যপ্রাণী কর্তা পরে *হিন্দুস্তান টাইমস*-কে (*দ্য ওয়্যার*-এ উদ্ধৃত) জানান, দফতর *“সংশোধিত হিসেব মেনে নেয়নি”* এবং সমর্থনকারী নথি চেয়ে পাঠিয়েছে। নভেম্বরের শেষ দিকে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারালিতে সব রকম খনন ও নির্মাণকাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় **মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (MPCB)**।

সাতারার বাইরেও কেন এই বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ

ভারতের পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী আইনে বড় পরিকাঠামো প্রকল্পের মোট ব্যয়ের অনুপাতে সংরক্ষণ তহবিল আদায়ের নিয়ম রয়েছে, যাতে প্রকৃতির ক্ষতির সমানুপাতিক সুরক্ষা তহবিল গড়ে তোলা যায়। স্বাধীন আর্থিক অডিট ছাড়াই যদি একটি হলফনামার মাধ্যমে ৫,৬৭৫ কোটি টাকার প্রকল্পকে এক-শতাংশে নামিয়ে আনা যায়, তবে দেশের ব্যাঘ্র করিডর ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার তহবিল বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়বে।

আদানি গ্রিন এনার্জির আনুষ্ঠানিক বক্তব্য

পরিবেশ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে আদানি গ্রিন এনার্জি। *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এ উদ্ধৃত বিবৃতিতে সংস্থার দাবি, তারালি প্রকল্পটি সহ্যাদ্রি টাইগার রিজার্ভের ঘোষিত বাফার জোনের বাইরে অবস্থিত এবং এটি *“কোনও ভাবেই ব্যাঘ্র করিডর বা কোনও ঘোষিত ইকো-সেন্সিটিভ জোনকে প্রভাবিত বা স্পর্শ করে না।”* কোনও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবহার হয়নি দাবি করে সংস্থাটি জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পরিবেশগত ছাড়পত্র (EC) এবং ৭ এপ্রিল কনসেন্ট টু এস্টাবলিশ পাওয়ার পরেই তারা কাজ শুরু করেছিল, আর বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত প্রস্তাবটি এখনও NBWL-এর বিবেচনাধীন রয়েছে।

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার: মূল প্রতিবেদন *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* (তারালি প্রকল্প ব্যয় হলফনামা বিশ্লেষণ), *দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* (মহারাষ্ট্র বনমন্ত্রীর বৈঠক) এবং *দ্য ওয়্যার* (*হিন্দুস্তান টাইমস* সূত্রে)।

এই খবৰটো NewzNow-ত প্ৰথমে প্ৰকাশ হৈছিল। সম্পূৰ্ণ খবৰ, ভিডিঅ' আৰু আপডেটৰ বাবে চাওক:
newznow.in/news/7157/kagoje-kolome-99-udhao-5675-kotir-prokolp-byoy-adani-green-er-ek-holofonamay-ki